মিডফোর্ডের সামনে ব্যবসায়ীকে হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

রাজধানীর মিডফোর্ড হাসপাতালে ব্যবসায়ী সোহাগকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১২ জুলাই) বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে মেহেরপুরের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
এতে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ, শিক্ষার্থী এবং সচেতন নাগরিকরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, সদস্য হাসনাত জামান সৈকত, জুলাই আহত হাসনাত, লাল চাঁদ, রবিন, শাহেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের হাতে একজন সাধারণ ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এটি শুধু একটি পরিবারের জন্য শোকের ঘটনা নয়, বরং দেশের প্রতিটি ব্যবসায়ীর জন্য এক ধরনের হুমকি। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা।

বক্তারা আরও বলেন, সোহাগ হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসীরা রাষ্ট্র এবং বিচারব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এ ঘটনা নিছক একটি হত্যাকাণ্ড নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বহন করেন।

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন করেছে তার বন্ধুরা। সোমবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ শহরের প্রাণকেন্ড পায়রা চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, সুদীপ আত্মহত্যা করেনি তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছোট বেলায় সুদীপের মা মারা যান। পরে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সৎ মায়ের সঙ্গে বেড়ে উঠলেও পরিবারে রয়েছে তার পালিত ভাই শিলন। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদালাপী সুদীপ এমনভাবে আত্মহত্যা করবে আমরা সেটি মানতে পারছি না।সুদীপ যদি আত্মহত্যা করবে তাহলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা না। তার পরিবারের সদস্যরা শুরু থেকেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলো। মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সকল প্রকার চেষ্টা ও তদবির চালিয়েছে তারা। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় শ্মশান ঘাটে পরিবারের কাউকেই পাওয়া যায়নি।

সুদীপের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে নেওয়ার পর থেকেই পলাতক রয়েছে সৎ ভাই শিলন। হত্যা না হলে শিলন পালাবে কেন। আমরা সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনা না হলে কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন অফিসে স্বারকলিপি প্রদান করবেন তারা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আমঝুপিতে মউকের উদ্যোগে মানববন্ধন ও র্যালি

মেহেরপুরের আমঝুপিতে “নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, ন্যায়বিচার এবং ক্ষতিপূরণ” শীর্ষক এক মানববন্ধন ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) সকাল ১০টায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর প্রধান কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

আন্তর্জাতিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কাউন্সিলের পরামর্শে এবং ঢাকাস্থ বাংলাদেশ মানবাধিকার সুরক্ষা কমিটি-২ ও মানবাধিকার উন্নয়ন কেন্দ্রের কারিগরি সহায়তায় ও প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) আয়োজনে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ এবং তাদের পুনর্বাসন, ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

বক্তারা বলেন, মতের অমিল, ভিন্ন মতাদর্শ, রাজনৈতিক বিরোধিতা কিংবা স্বৈরাচারী মানসিকতার ব্যক্তি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা অতীতে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা অনেকেই সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। চাঁদাবাজি, হুমকি, অপহরণ, গুম ও হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে, যার প্রভাব ভুক্তভোগী ছাড়াও তার পরিবারের উপরও পড়ে।

মানবাধিকারকর্মী মোছা. ফাহিমা আক্তারের নেতৃত্বে আয়োজিত এই মানববন্ধন ও র্যালিতে মেহেরপুরের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের কাউন্সেলিংয়ে নিয়োজিত সমাজকর্মী এবং মউকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দসহ প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

দর্শনায় সুন্দরবন এক্সপ্রেসকে আড়াই ঘন্টা আটকে রেখে যাত্রা বিরতীর দাবীতে মানববন্ধন

ঢাকা ও খুলনার মধ্যে চলাচলকারী যাত্রী বাহী সুন্দরবন ট্রেন দর্শনা হল্ট ষ্টেশনে আপে এবং চিত্রা ডাউনে স্টোপেজ এর দাবীতে প্রায় আড়াই ঘন্টা ঘন্টা রেলপথ অবরোধ করে আন্দলোন করেন ছাত্রজনতা ও ব্যাবসায়ীরা।

আজ ২৪ জুন দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে দর্শনা হল্ট ষ্টশনে সুন্দরবন ট্রেনটি পৌঁছালে দর্শনার সকল পর্যায়ের মানুষ ও ছাত্র-জনতা ট্রেনটি আড়াই ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। এরপর সেনা বাহীনির ক্যাপ্টেন সৌমিক হাসান এক সপ্তাহের সময় নিয়ে দাবী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলে আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেয়।

প্রায় আড়াই ঘন্টা অবরোধের পর সুন্দরবন ট্রেনটি ৩টা ১৫ মিনিটে খুলনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। তবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দাবী না মানলে আগামী মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সারা দেশের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন অবরোধ করার ঘোষনা দিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ও এলাকাবাসী সহ ব্যবসায়ী মহল।

আজ মঙ্গলবার ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সুন্দরবন দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে দর্শনা হল্ট ষ্টেশনে সুন্দরবন ট্রেনটি পৌঁছালে অবরোধ করেন দর্শনাবাসী। এরপর রেল লাইনের উপর শত শত ছাত্র-জনতা এলাকার সকল পর্যায়ের লোকজন তাদের দাবী তুলে ধরে বলেন, ঢাকা ও খুলনার মধ্যে চলাচলকারী যাত্রী বাহী সুন্দরবন ট্রেন দর্শনা হল্ট ষ্টেশনে আপে এবং চিত্রা ডাউনে স্টোপেজ দিতে হবে এবং দর্শনা আর্ন্তজাতিক ষ্টেশন থেকে রাজশাহী গামী সকালে ১টি একটি ট্রেন ও দর্শনা গোয়াল-লন্দ লোকাল শ্যাইটেল ট্রেনটি পোড়াদহ পর্যন্ত নয়, দর্শনা আর্ন্তজাতিক ষ্টেশন পর্যন্ত দিতে হবে।

এ দাবী নিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে দর্শনাবাসী আন্দোলন করে আসছে। এ সকল দাবী নিয়ে আজ মঙ্গলবার সুন্দরবন ট্রেনটি অবরোধ করেন। এসময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথী মিত্র ও দর্শনা থানার অফির্সাস ইনর্চাজ শহীদ তিতুমীর আবরোধ তুলে নিতে বার বার অনুরোধ করলেও আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা তাদের দাবীতে আনড় ছিলেন, যে দাবী না

মানা পর্যন্ত ট্রেনটি ছাড়া হবে না। মুহুম মুহুর শ্লোগান দিতে থাকে এবং রেল পথের উপর বসে পড়ে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা তাদের দাবিতে অনড় থাকে।

সর্বশেষ সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেন সৌমিক হাসানের একটি টিম এসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতা অনিক, রিফাত, দর্শনা পৌর বিএনপি প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সাথে নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা ও ব্যবসায়ীদের কে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দাবী মানার প্রতিশ্রুতি দিলে ছাত্র-জনতা ও ব্যবসায়ীরা অবরোধ তুলে নেন।

আন্দোলন চলাকালিন বক্তব্য রাখেন, দর্শনা ডিএস মাদ্রাসার অধ্যক্ষ শফিউদ্দিন, দর্শনা পৌর বিএনপি প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট দর্শনা পুরাতন বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোহেল, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, আওয়াল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে আবিদ হাসান রিফাত, তানভীর অনিক ও তৈহিদ ইসলাম। অবরোধ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা অনির্বাণ থিয়েটারের সাজ্জাদ হোসেন।

ঝিনাইদহ পলিটেকনিক শিক্ষার্থী বন্যা’র মৃত্যুর বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় সেমিস্টারের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুনের মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কে ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দর ব্যানারে তার মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক বিচারের দাবিতে ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুনের মৃত্যুর সঠিক বিচার ও তার স্বামী শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের পদমদি গ্রামের সোহান আলীর বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা গ্রহন না করলে তা আদালতের মাধ্যমে বিচারের দাবিতে তার সহপাঠী শিক্ষার্থীরা এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। সেসময় বক্তব্য রাখেন, নিহতের পিতা জাহাঙ্গীর হোসেন, মাতা শারমিন খাতুন, ভাই রিপন হোসেন ও সহপাঠী শিক্ষার্থী মীম খাতুন, তৌফিক আহমেদ, শাহেদ আলীসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় সেমিস্টারের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুন গত রোববার ১৫ জুন সকালে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের কানাপুকুরিয়া নামক স্থানে রহস্যজনকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে।

দামুড়হুদায় স্কুল শিক্ষিকাকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা, দুই সন্তানের জননী, পরকীয়ার জেরে ভাসুরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় একজন শিক্ষিকার এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর উদ্যোগে স্কুলের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে ইউএনও, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং দামুড়হুদা মডেল থানার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

রোববার সকাল ১০টার দিকে কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মানববন্ধন শেষে বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে জালালের সঙ্গে দীর্ঘ ২৩ বছর আগে চুয়াডাঙ্গা ঈদগা পাড়ার রবিউলের মেয়ে সানজিদা খাতুন পলির বিয়ে হয়। ২০০৫ সালে জালালের পিতা শুকুর আলী ছেলে ও পুত্রবধূর সুখের কথা চিন্তা করে কোষাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ বিঘা জমি দান করেন। এই জমির বদৌলতে বউমা

সানজিদা খাতুন পলির চাকরি হয়।

দীর্ঘ আট বছর ওই স্কুলের কোনো শিক্ষকের বেতন হতো না। পরে ২০১৩ সালে কোষাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিভাবে নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন চালু হয়। এরপর থেকে প্রতিমাসে বেতন তুলে সংসার ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন দম্পতি। তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় দুটি ছেলে সন্তান বড় ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র এবং ছোট ছেলে প্রথম শ্রেণির ছাত্র।

তাদের রেখে ২০২৪ সালের শুরু থেকে সানজিদা খাতুন পলি, জুরানপুর গ্রামের আত্তাব মল্লিকের ছেলে, তিন সন্তানের জনক হাসিবুরের সঙ্গে মোবাইল ফোনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গত ২১/০২/২৫ তারিখে সানজিদা খাতুন পলি স্বাক্ষরিত তালাকনামা গোপন রেখে জালালের সঙ্গে সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে ০২/০৫/২৫ তারিখে তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান হাসিবুরের সঙ্গে।

এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। এলাকাবাসী ও বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের দাবি তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করতে হবে। কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেন এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত না হন, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চান তারা।

এ বিষয়ে জালাল উদ্দিন বলেন, “আমার বাবার নিজের জমি দিয়ে আমার স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছিলাম। আর সে এখন আমার ঘর থেকে টাকা ও আমার মায়ের গয়না নিয়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।”

কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সানজিদা খাতুন পলির মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, “এই ধরনের ঘটনা শোনার পর স্কুলে আসতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। এলাকার মানুষ নানা ধরনের কথা বলছে। স্কুলের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে। এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া প্রয়োজন। আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।”

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান বলেন, “বর্তমানে আমাদের স্কুল ছুটিতে রয়েছে। এই অবস্থায় কে কোথায় যাচ্ছে, তা আমাদের জানা নেই।

তবে ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র বলেন, “ঘটনাটি সম্পর্কে আমি অবগত আছি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

‘প্লাস্টিক দুষন আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

পরিবেশ দুষণ বন্ধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের দাবীতে রোববার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে সনাক ও টিআইবি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে পরিবেশবিদ, মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় বক্তব্য রাখেন সনাক ও টিআইবির ঝিনাইদহের সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ, সদস্য এন এম শাহজালাল, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, সনাক সদস্য নাসরিন ইসলাম, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, উই এর পরিচালক শরিফা খাতুন। কর্মসূচীতে ধারনাপত্র পাঠ করেন ইয়েস সদস্য মাহজারুল ইসলাম। পরিচালনা করেন সনাকের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর হুমায়ন কবির।

সেসময় বক্তারা, প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানো, বিকল্প পরিবেশবান্ধব পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণের কারণে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই এখনই সময় পরিবেশ রক্ষায় একযোগে কাজ করার।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে বিভিন্ন দাবিতে ঔষধ ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

ঔষধ বিক্রির উপর কমিশন বাড়ানো, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দ্রুত ফেরত নেওয়া ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, লাইসেন্সবিহীন ফার্মেসিতে ওষুধ সরবরাহ বন্ধ এবং সকল ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মানববন্ধনে সংগঠনের সহ-সভাপতি রাকিবুল হাসান রন, মতিউর রহমান, আমিনুল ইসলাম সেন্টু, বাবর আলী, কাজী খয়রুদ্দিন আহমেদ, আসিফ আল মোনায়েম, জালাল উদ্দিন, মোঃ সেলিম খানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন “ফার্মেসিগুলো ন্যায্য কমিশন পাচ্ছে না, অথচ খরচ ও ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। তাই কমিশন বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের কারণে সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষতির শিকার হয়, তেমনি ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েন। তাই দ্রুত ফেরত ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।